দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 07 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১ 2 কলাম 2

শিক্ষক ছাড়াই চলছে নতুন বিষয়ের পাঠদান

এম এইচ রবিন ●

পুরনো নিয়োগ বিধিতে চলছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল। সময়ে-সময়ে বেড়েছে পাঠক্রমের পরিধি। যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বিষয়। কিন্তু পরিবর্তন হয়নি নিয়োগবিধির। ওই নিয়োগবিধির বেড়াজালে আটকে আছে শিক্ষক নিয়োগ। ফলে শিক্ষক ছাড়াই চলছে নতুন নতুন বিষয়ের পাঠদান। বিদ্যমান পদেও নিয়োগ বন্ধ থাকায় বাড়ছে শূন্যপদ।

এসব সমস্যা সামনে রেখে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী ১৯ মে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন ২০১৬।

সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সম্মেলন ১৯ মে

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন আমাদের সময়কে জানান, প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের এ সম্মেলন। এর আগে সফলভাবে ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ সম্মেলন।

ফাহিমা খাতুন বলেন, সম্মেলনে শিক্ষকরা তাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ তুলে ধরবেন। একেক প্রতিষ্ঠান একেক রকম কর্মকৌশল অবলম্বন করে সেগুলো সম্মেলনে উপস্থাপনের মাধ্যমে অন্যরা অনুসরণ করতে পারে। নিজ থেকেও অনেক ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করতে পারে। শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষামন্ত্রী, সচিবসহ শিক্ষকদের নিয়ে এটি বড় কর্মশালা।

মাউশির সংশ্লিষ্ট শাখার তথ্যানুযায়ী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী পদের সংখ্যা, শূন্যপদ, শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান, ওয়েবসাইট আছে কিনা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হয় কিনা, শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত, ফল কেমন, অবকাঠামো সুবিধাসহ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত চেয়ে প্রধান শিক্ষকদের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত ছকে তথ্য চাওয়া হয়েছে শিক্ষকদের কাছে।

শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বেশিরভাগ শিক্ষকই শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। ২০১২ সাল থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, বিভিন্ন সময়ে পাঠক্রম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন নতুন বিষয় পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন। ফলে জগাখিচুড়ি অবস্থা মাধ্যমিকের লেখাপড়া। তিনি জানান, তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি), শারীরিক শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা, চারু ও কারুকলা নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে। সব জায়গায় এসব বিষয়ে শিক্ষক নেই। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির মতো মৌলিক বিষয় পড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক দ্বারা। কোনো কোনো প্রধান শিক্ষকের মতে, সৃজনশীল চালু হয়েছে কিন্তু পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব আছে। রাজধানীর কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, তাদের ভর্তি মৌসুমে অভিভাবকদের চাপে পড়েন। ক্লাসরুমের অভাব রয়েছে

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

শিক্ষক ছাড়াই চলছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) স্বনামধন্য স্কুলগুলোয়। তাদের নির্ধারিত আসনের বিপরীতে ভর্তির চাহিদা থাকে অনেক বেশি। রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোয় শূন্যপদ না থাকলেও গ্রামের স্কুলে বেশি শূন্যপদ।

মাউশির তথ্যানুযায়ী, সারাদেশে ৩২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক আছে ২৪০টিতে। ২৬ জন পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। ফলে শূন্যপদ ৫৮টি। সহকারী শিক্ষককের পদ রয়েছে ১০ হাজার ৬টি। এর বিপরীতে শিক্ষক আছেন ৮ হাজার ৩০৩ জন। সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ ১ হাজার ৭০৩টি। দুই শিফটের স্কুলে শিক্ষকদের পদের সংখ্যা ৪৯টি এবং এক শিফটের স্কুলে পদ ২৫টি।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর মো. এলিয়াছ হোসেন জানান, ১৯৯১ সালের নিয়োগ বিধিতে চলছে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল। ২০১২ সালের সহকারী শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণি পদমর্যাদা দেওয়ার পর নতুন নিয়োগ দেওয়া যায়নি। নতুন নিয়োগ দিতে তারা পুরনো নিয়োগবিধি সংশোধনের খসড়া তৈরি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন।